গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা।

## সংস্থা প্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব
তারিখ : ২৬/০১/২০১৬ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

<table>
<tr><th>নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৪.১</td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন।</td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পৃথকভাবে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।<br>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।<br>১। বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ
<table>
<tr><th>জুলাই/১৫ হতে নভেম্বর /১৫ পর্যন্ত বিদেশে মাংস রপ্তানী</th><th>ডিসেম্বর/১৫ বিদেশে মাংস রপ্তানী</th><th>ডিসেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত মোট বিদেশে মাংস রপ্তানী</th></tr>
</table></td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং কোন কোন দেশে কি রপ্তানি হচ্ছে তার নামসহ প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ পৃথকভাবে) মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।</td><td>সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।</td></tr>
</table>

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ১৬,০০০ কেজি | ২৫,০০০ কেজি | ৪১,০০০ কেজি |

২। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ

| জুলাই/ ১৫ হতে নভেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত সিমেন উৎপাদন | ডিসেম্বর/১৫ মাসে সিমেন উৎপাদন | ডিসেম্বর/ ১৫ মাস পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন |
|---|---|---|
| ১৫,২৫,৫৮৭ মাত্রা | ৩,৭৭,৭৫২ মাত্রা | ১৯,০৩,৩৩৯ মাত্রা |

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

| জুলাই/ ১৫ হতে নভেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ডিসেম্বর/১৫ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ডিসেম্বর/ ১৫ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১২,৪০,৬৯৩ টি | ২,৮১,৬৬২ টি | ১৫,২২,৩৫৫ টি |

| জুলাই/ ১৫ হতে নভেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | ডিসেম্বর/১৫ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ডিসেম্বর/ ১৫ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
|---|---|---|
| এঁড়ে- ২,৫২,৩৪৫ টি<br>বকনা-১,৯৭,১৯২ টি | ৫৩,৪১৭ টি<br>৪১,৯৯৩ টি | ৩,০৫,৭৬২ টি<br>২,৩৯,১৮৫ টি |
| মোট- ৪,৪৯,৫৩৭ টি | ৯৫,৪১০ টি | ৫,৪৪,৯৪৭ টি |

৩। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় পনির উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সমূহে বিষয়টির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। ডিসেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপ:

| জুলাই/ ১৫ হতে নভেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত মহিষের | ডিসেম্বর/১৫ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ডিসেম্বর/ ১৫ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
|---|---|---|

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|

| কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | | |
|---|---|---|
| ১৩৬ টি | ৬৮ টি | ২০৪ টি |

| জুলাই/ ১৫ হতে নভেম্বর/১৫ মাস পর্যন্ত মহিষের বাচ্চা উৎপাদন | ডিসেম্বর/১৫ মাসে মহিষের বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা | ডিসেম্বর/ ১৫ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা |
|---|---|---|
| এঁড়ে- ১৫ টি<br>বকনা-০৯ টি | এঁড়ে- ০৬ টি<br>বকনা-০৫ টি | এঁড়ে- ২১ টি<br>বকনা- ১৪ টি |
| মোট= ২৪ টি | ১১ টি | ৩৫ টি |

মহিষের সংখ্যা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মহিষের কৃত্রিম প্রজনন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সচিব মহোদয় ৫% সুদের ঋণের সুবিধা অবশ্যই প্রকৃত খামরিদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫। সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৫৩টি জেলায় ৯৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে ৯৫০০টি ভেড়ার খামারের উন্নয়ন হয়েছে। এ ছাড়া ১০ টি উপজেলায় ২০০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য অর্থ ছাড় দেয়া হয়েছে। সেই সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। ২৯টি জেলায় দরিদ্র ভেড়ার খামারীদের সেড নির্মানে সহায়তা হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং জেলায় ৭৮ জন সফল ভেড়ার খামারীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৩০০ খামারীকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। তদানুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/ মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমূনা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ-

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|

| বিষয় | জুলাই/১৫ হতে নভেম্বর/ ১৫ পর্যন্ত | ডিসেম্বর /১৫ মাসে | ডিসেম্বর/ ১৫ পর্যন্ত মোট |
|---|---|---|---|
| মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | ৪৭ টি | ০৩ টি | ৫০ টি |
| জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান | ২,২৩,৩৫৫ কেজি | | ২,২৩,৩৫৫ কেজি |
| বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান | ৪৬৫৯ কেজি | | ৪৬৫৯ কেজি |
| মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ০২ টি | | ০২ টি |
| আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | ৭,৫৮,৫৪০ টাকা | | ৭,৫৮,৫৪০ টাকা |
| খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা | ১০৫৯ টি | ৮৪ টি | ১,১৪৩ টি |

পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃ

Establishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলতঃ এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।
চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত ২৭,১৬৯.৯৮ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ২৬৩.১৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩,৯১৬.৭৭ মে.টন বরফায়িত (Chilled ) মাছ রপ্তানি করে ১০.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।
এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা ভারতীয় ও বাংলাদেশী।
বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণে ইতোমধ্যে কতিপয়

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :<br>মায়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ, আইনি ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বিশাল জলসম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কন্সালটেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কন্সালটেশন ওয়ার্কশপে উপস্থাপিত সুপারিশমালার ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে স্বল্প ,মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা) Plan of Action প্রণয়ন করে প্রকাশনা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত স্বল্প ,মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কতিপয় স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।<br>পরিবেশ-বান্ধব মৎস্য আহরণের জন্য সকল প্রকার মৎস্য ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬১টি বটম ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে।<br>মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের গতিবিধি, অবস্থান ও পর্যবেক্ষণের জন্য ট্রলারসমূহে VTMS (Vessel Tracking Monitoring System) সংযোজন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৩টি ট্রলারে স্যাটেলাইট বয়া সংযোজন করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১৫/০১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে প্রণীত জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৫ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চূড়ান্তকরণ খসড়াটি পরিমার্জিত করে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।<br>মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ ট্রলারসমূহকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা হচ্ছে।<br>বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ও চিংড়ির নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মাছের মজুদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।<br>অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত এবং গোচারীবিহীন (IUU) মৎস্য আহরণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি (MCS) কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।<br>সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং অতি আহরণ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিসমূহ সংশোধন করা হচ্ছে।<br>মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশের সাথে | | |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি এবং আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।<br>ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ জাল-সরঞ্জাম সমূহ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করে পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly) জাল-সরঞ্জাম ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।<br>অতি অভিপ্রায়নশীল (Migratory) এবং স্ট্র্যাডলিং প্রজাতির মৎস্য সম্পদ-টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা যেমন Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Asia Pacific Fisheries International Commissiion (APFIC), Bay of Bengal Programme-International Government Organization (BOBP-IGO)-এর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে।<br>গভীর সমুদ্রে উচ্চ অভিগমনপ্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্যভূক্তির নিমিত্তে ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ বুসান, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত Compliance Committee এর ১২তম সভায় বাংলাদেশকে Co-operation Non Contracting Party হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।<br>জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প এর আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।<br>২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৭ বছরে ১৫ জেলার ৮০ উপজেলার ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১০২টি জাটকা জেলে পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৮১ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত জেলেদের মোট খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন।<br>বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৭ বছরে ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা ক্রয়, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।<br>এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেঃটন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।<br>চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ বন্ধের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুশকৃত মাছ/চিংড়ি যেন বিদেশে না যায় সেজন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- মোবাইল কোর্ট/ অভিযান, কারখানা পরিদর্শন, ডিপো/ আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র ডকুমেন্ট পরিদর্শন। তাছাড়া মৎস্য ও চিংড়ি খামারে | | |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | স্টেরয়েড, হরমোন ও রাসায়নিক দ্রব্য এর ব্যবহার মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ সংশোধন করে উপযুক্ত বিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ে HACCP কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রতিটি কারখানায় মেটাল পুশ রোধের জন্য মেটাল ডিটেক্টর বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারের বিধান করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে মেটাল পুশের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।<br>মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) বিধি -২১ ও ২২ এর আওতায় মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা হতে প্রতি বছর NRCP (National Residue Control Plan) কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের খামার হতে মাছ/চিংড়ি ও মৎস্য খাদ্য ইত্যাদি নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্টেরয়েড, স্টিলবিন, ক্ষতিকারক ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।<br>মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক চলতি ২০১৫ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২১৩টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৮৯,৩৩,০০০ টাকা জরিমানা এবং ২০,৮২৪ কেজি চিংড়ি ও ২০০ কেজি সাদা মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ৫ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কারখানার জরিমানার পরিমাণ ছিল মোট ৫,৪৫,০০০ টাকা এবং মোট ৪,৮৬৪ টি ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৭৯টি।<br>বর্তমানে বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন- Frozen (Cooked, fresh, peeled & divine), Salted & dried। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের প্রায় ৭০% Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে।<br>মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে INFOFISH নামক Inter Governmental Organization ready to cook fillet প্রস্তুত করার প্রযুক্তি বাংলাদেশে হস্তান্তরের জন্য ২০১১ সালে Common Fund for Commodities (CFC) / FAO এর সহায়তায় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।<br>এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মেসার্স এসবি গ্রুপ অনুরূপ একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ ও মেসার্স সি রিসোর্ট লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান ready to cook মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের কাজ করছে। ইতোমধ্যে কুমিল্লার একটি প্রতিষ্ঠান, Sea Mark (BD) চট্টগ্রাম, Saint Martin Seafood, খুলনা, BD Seafoods, চট্টগ্রাম, গোল্ডেন হারভেস্ট, গাজীপুর প্রতিষ্ঠান সমূহ high value added fish product যেমন : Fish Ball, Fish Nugget, Fish Finger ইত্যাদি প্রস্তুত করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে। | | |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া, কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাঁকড়া, কুচিয়া রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২,৫৫৭.৪২ মে. টন ও মূল্য ছিল ২৫.৬৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার।<br>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাকড়া ও কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে ''বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ৬,৭৮০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৮৯৭ টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ২৭০টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।<br>এছাড়া স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় একটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হবে।<br>মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তরিত জলমহালসমূহ মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে জলমহালের জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। তবে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা গৌণ, জেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটিতে একজন সদস্য। জেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক এবং সদস্য সচিব রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)। উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সদস্য সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি)।<br>দেশে বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে, ১০ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ৯ লক্ষ ৭০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে।<br>প্রাকৃতিক দূর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস) কারণে নিহত বা বাঘের আক্রমনে, সাপের কামড়ে অথবা কুমিরের কামড়ে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প" এর আওতায় এ পর্যন্ত ১৬ টি জেলার ২৮ টি উপজেলার ২৪৭ জন নিহত জেলে পরিবারের মধ্যে সর্বমোট ১,১৯,৭০,০০০.০০ (এক কোটি উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। | | |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | জলজ সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের নিমিত্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল।<br>বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৬৫৮টি এবং স্থানীয় উদ্যোগে ১৬টি অভয়াশ্রমসহ ৬৭৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে।<br>এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা-চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার মে.টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হচ্ছে।<br>মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে।<br>ঢাকা সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০,০০০টি সচেতনতামূলক সভা, ৫৪,৬৭৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্যজীবি/জেলে প্রতিনিধি, ৫০০০ জন মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও ৭৭৫ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে।<br>মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফরমালিন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।<br>মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase chain reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।<br>কোন কোন দেশে কি রপ্তানি হচ্ছে তার নামসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | | |
| ৪.২ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performanc | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) জুলাই-নভেম্বর,২০১৫ পযন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য উপসচিব (মৎস্য-১) ও আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড | সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | e Agreement-APA) প্রস্তুত করণ। | ১৭/১২/২০১৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।<br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের APA বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে।<br><br>**বিএলআরআইঃ** APA এর পূর্ণাঙ্গ অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করা হচ্ছে, যা ওয়েবসাইটে প্রেরণ করা হবে।<br>**বিএফআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করে গত ২২/১১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>যেসকল বিষয়ে অগ্রগতি কম হয়েছে সেসকল বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। | কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পযালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | |
| ৪.৩ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন। | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে,<br><br>**(ক) ''মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬'':** মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।<br><br>**(খ) প্রস্তাবিত ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬:** মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ এর উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতে প্রস্তাবিত আইনের সংগে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মতামত পাওয়া গেছে। মতামত পযালোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে সভা আহবান করা হয়েছিল কিন্তু অনিবায কারণে সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। পুনরায় সভা অনুষ্ঠানের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।<br><br>**(গ) ''পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬'':** লেজিসলেটিভ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বর্ণিত বিধিমালার প্রাথমিক খসড়ার (Rudimentary draft) উপর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মতামতের উপর গত ০৬-১২-২০১৫ তারিখে অভ্যন্তরীন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মতামত সংশোধনকরতঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। উক্ত বিধিমালা | **(ক)** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>**(খ)** বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DLS/ DG, DOF/ অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন/ উপসচিব-মৎস্য-৪)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | চূড়ান্তকরণের জন্য আগামী ৩১/০১/২০১৬ তারিখ সভা আহবান করা হয়েছে।<br><br>**(ঘ) ''বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬'':** "বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৬" মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে সারসংক্ষেপ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। নথি উপস্থাপন করা হবে।<br><br>**(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।<br><br>**(চ) অবৈধ কারেন্ট জালঃ** এ বিষয়ে এটর্নী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।<br><br>**(ছ) জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬:** জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৫ চূড়ান্ত করার জন্য আগামী ২৭-০১-২০১৬ তারিখে সভা আহবান করা হয়েছে।<br><br>**(জ) সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ** সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার খসড়ার উপর একাধিক আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। | **(গ)**বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>**(ঘ)** দ্রুত সার-সংক্ষেপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>**(ঙ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>**(চ)** কারেন্টজাল জব্দকরণ ও কারখানা সীলগালা করার জন্য রিট মামলা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ সীলগালা কারখানা খুলে দেয়ার ব্যাপারে গত ২৯/৯/২০১৫ তারিখ শুনানী ও হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছে।<br>**(ছ)** আইন ও নীতিমালার বিষয়টি একই সভায় উপস্থাপন করে চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br><br>**(জ)** Followup অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | |
| ৪.৪ | জেলা/ উপজেলা | জেলা/উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় | **(১)** কর্মকর্তাগণ কর্তৃক | উপসচিব |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন। | বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের নামে গত ০৫/১১/২০১৫ তারিখ পত্র জারি করা হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেনঃ<br><br>**(১)** জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, উপসচিব (মৎস্য-১) ১৩-১৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা পরিদর্শণ করেছেন।<br>**(২)** জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপসচিব (প্রশাসন-৩) ২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।<br>**(৩)** ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, উপসচিব (বাজেট) ২৩-২৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ কুষ্টিয়া জেলার জেলা/ উপজেলা পযায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।<br>**(৪)** জনাব সৈয়দ মেহদী হাসান, উপসচিব (মৎস্য-৩) ০৬-০৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ পিরোজপুর জেলায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।<br>**(৫)** বেগম কে, এফ,এম, জেসমীন আখতার, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ নেত্রকোনা জেলার জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাযালয় এবং জেলা/সদর উপজেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের কাযক্রম পরিদর্শন করেছেন।<br>**(৬)** বেগম দেলোয়ারা বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) ২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাযালয়, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাযালয় এবং এফসিডিআই প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।<br>**(৭)** জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, উপসচিব (প্রশাসন-২) ২০-২২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ কিশোরগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়নাধীন এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করেছেন।<br>**(৮)** বেগম নিগার সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, উপজেলা মৎস্য দপ্তর এবং সাভার উপজেলার ইউএলডিসি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করেছেন।<br>**(৯)** জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ খুলনা জেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও এফসিডিআই প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।<br>**(১০)** জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ৭-৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ যশোর জেলার সদর উপজেলা ও | মাসে অন্ততঃ ০১ (এক) বার আবশ্যিকভাবে জেলা/ উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের ওয়ার্ক প্ল্যান দেখে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর দাখিল ও নির্ধারিত ছকানুযায়ী সভায় আলোচনাযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br>**(২)** সংস্থার আওতাধীন সকল দপ্তরের সম্পত্তির নামজারী, দখল ও বেদখল সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করারও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br>**(৩)** বাস্তবায়নাধীন যেকোন প্রকল্প কাজ তদারকি ও গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে কর্মপরিধিসহ ৩/৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আগামী ০৭ দিনের মধ্যে গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br>**(৪)** যেসকল কর্মকর্তা গত মাসে জেলা/ উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেননি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ারও সিদ্ধান্ত | (প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | সারশা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন।<br>**(১১)** বেগম মাহমুদা মাসুম, সহকারী প্রধান ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন।<br>**(১২)** জনাব মোহাম্মদ আল-মারুফ, সহকারী প্রধান ৩-৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ ঠাকুরগাঁও জেলার সদর ও বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন।<br>**(১৩)** জনাব মোঃ নূরে আলম, সহকারী প্রধান ১৩-১৬ জানুয়ারি ২০১৬ লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পযায়)" এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রামগতি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন "মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন।<br><br>এ মন্ত্রণালয়ের যেসকল কর্মকর্তা গত মাসে জেলা/ উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেননি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্যও সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।<br>মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে কাজ তদারকি ও গ্রহণ কমিটি গঠন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা/ খামার ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপসহকারী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। সচিব মহোদয় কর্মপরিধিসহ ৩/৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন। | গৃহিত হয়। | |
| ৪.৫ | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে (প্রাইভেট চ্যানেলসহ) টক-শো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ। | সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত রেডিও ও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ তৈরী ও তদানুযায়ী প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৮/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে বেসরকারী চ্যানেল যমুনা টিভি, এটিএন বাংলা ও চ্যানেল নাইন এ জেলা মৎস্য দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত খবর প্রচারিত হয়েছে।<br><br>বিগত ২৪/১২/২০১৫ তারিখে "দৈনিক ভোরের কাগজ"পত্রিকায় | সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>বিএফআরআই ও বিএলআরআই-এর গবেষণা | DG, DoF/ DG, DLS/ DG, BFRI/ DG, BLRI/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ও ডুমুরিয়া উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় বিভিন্ন জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তির ফলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার সুফল সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।<br><br>বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে ''বাংলার কৃষি'' অনুষ্ঠানে ৫ মিনিট ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়।<br>এছাড়া প্রতি সপ্তাহে 'দেশ আমার মাটি আমার' ও 'সোনালী ফসল' নামে ১টি করে ২টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং মাসে মোট ৮টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হচ্ছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/২০০৭/৪৮৫(২) সংখ্যক স্মারকে কার্তিক-পৌষ/১৪২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ''দেশ আমার মাটি আমার'' এবং সোনালী ফসল' প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ''দেশ আমার মাটি আমার'' অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ পৌষ মাসের ১ম সপ্তাহে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে লেয়ার মুরগি পালন সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে পশুখাদ্য সংকট মোকাবেলায় শীতকালীন খেসারী চাষ সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে তড়কা রোগ প্রতিরোধে টিকা বীজের ভূমিকা সম্পর্কে, ৪র্থ সপ্তাহে শীতকালে ডিমপাড়া হাঁসের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে শীতকালীন গো-খাদ্য হিসাবে ভূট্টা চাষ সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ''সোনালী ফসল'' অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা- ৬.০৫ মিঃ পৌষ মাসের ১ম সপ্তাহে শীতকালে মুরগির রানীক্ষেত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে হাঁস-মুরগির কৃমি রোগ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দুগ্ধ খামারের ভূমিকা সম্পর্কে, ৪র্থ সপ্তাহে শীতকালে ভেড়ার বাচ্চা পালন সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে লাভজনকভাবে কবুতর পালন সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে।<br>এ ছাড়া গবাদিপশু ও হাস-মুরগীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর বক্তব্য বি,টি,ভি-তে সম্প্রচার করা হয়েছে।<br><br>বিএফআরআই ও বিএলআরআই-এর গবেষণা নিয়মিত প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | নিয়মিত প্রচার করারও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | |

<table>
<tr><th>নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৪.৬</td><td>অডিট আপত্তি।</td><td>সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর হতে গত ২৯/১১/২০১৫ইং তারিখের একটি ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র পাওয়া গেছে। উক্ত কার্যপত্রের আলোকে গত ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৩৫টি আপত্তি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৮টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয় এবং অবশিষ্ট ০৭টি বিষয়ে যথোপযুক্ত প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।<br><br>এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহের ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিভাগওয়ারী তথ্যাদি ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে যা নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম</th><th>মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)</th><th>ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)</th><th>হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা</th><th>গত মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভা সংখ্যা</th><th>গত মাসে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা</th><th>মন্ত</th></tr>
<tr><td>মওপম</td><td>১১</td><td>-</td><td>১১</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিএলএস</td><td colspan="6">তথ্যাদি আগামী মাস থেকে প্রতিবেদন দেয়া হবে মর্মে দেয়া হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>ডিওএফ</td><td>১৩০৫৪</td><td>৯০৬৫</td><td>৩৯৮৯</td><td>০১</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিএফডিসি</td><td>১৮১৫</td><td>১১৭৭</td><td>৬৩৮</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>বিএফআরআই</td><td>৬১২</td><td>৪৮৮</td><td>১২৪</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>এমএফএ</td><td>২৩</td><td>১১</td><td>১২</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মপ্রাতদ</td><td>৫</td><td>২</td><td>৩</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>বিভিসি</td><td>৪৫</td><td>৩১</td><td>১৪</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>বিএলআরআই</td><td>২৮২</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
</table></td><td>প্রতিমাসে দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার বিভাগ ওয়ারী অডিট আপত্তির হালনাগাদ সংখ্যা/ তথ্য মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)</td></tr>
</table>

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ না করায় সচিব মহোদয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য সচিব মহোদয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। | | |
| ৪.৭ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরের মোট মামলার সংখ্যা ৬৫০। তবে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে আরো ১০০টি মামলার তালিকা প্রেরণ করবেন। মামলার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। মামলা খাতে বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ থেকে সংশোধিত বাজেটে ২,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া যাবে।<br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের সর্বমোট মামলার সংখ্যা ৫৮০টি। মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে এবং দ্রুত নিস্পত্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।<br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরূপঃ<br>(১) জজকোর্টের মামলা- ১২ টি<br>(২) হাইকোর্টের মামলা - ৪৯ টি<br>(৩) সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে - ০৭ টি<br>(৪) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে- ০৪ টি এবং<br>(৫) মোবাইল কোর্ট মামলা- ০৪ টি।<br>**বিএফআরআই** : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১২টি মামলা রয়েছে। মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Follow up করা হচ্ছে।<br>**বিএলআরআই** : রিট মামলাগুলো চলমান/ প্রক্রিয়াধীন।<br>**বিএফডিসি**: বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। | মন্ত্রণালয়/ সংস্থায় বিদ্যমান মামলাসমূহের হালনাগাদ তথ্য মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন ও মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৮ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি। | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ''সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।'' এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা সে বিষয়ে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জবাব দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো কোনরকম বিলম্ব ব্যতিরেকে দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১) |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০৪ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৩ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে মৎস্য-১ অধিশাখায় কোনো পেনশন কেইস পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বর্তমানে কোন পেনশন কেইস অত্র শাখায় অনিষ্পন্ন নেই। | | |
| ৪.৯ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে হলুদ প্লেটের প্রতিটি গাড়ীর কাগজপত্রসহ তালিকা পাওয়া গেছে। হলুদ প্লেটের গাড়ীর বিষয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী আদেশ জারির নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ (**ক) মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর এ পুনঃ যোগাযোগ করে জানা যায় এনবিআর হলুদ প্লেটের তিনটি গাড়ির তথ্য জানানোর জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ পত্র দিয়েছে। কাস্টমস থেকে তথ্য জানার পর পরবর্তী অগ্রগতি জানা যাবে। ইতোমধ্যেই এনবিআর এর কার্যক্রমের তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।<br>দপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ির ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর এর মতামত চাওয়া হলে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায়নি।<br>(খ) সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) হতে প্রাপ্ত ২টি হলুদ প্লেটের গাড়ী মৎস্য অধিদপ্তরের নামে নিবন্ধন করা হয়েছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ১। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ তারিখের নং-প্রাসঅ/২এ/গপেকা-৬৭/২০১৫/১২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে Follow up অব্যাহত আছে।<br><br>**বিএলআরআইঃ** এটক-১৮৪ নম্বর মাইক্রোবাসটি জাইকা কর্তৃক অনুদান হিসেবে বিএলআরআইকে ন্যস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিধি মোতাবেক সিডি ভ্যাট এর অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক মালিকানা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর হলুদ প্লেটের গাড়ীর ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ৪.১০ | এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ। | মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য পূর্বের কমিটির ন্যায় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠনের বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।<br><br>**(ক)** চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভাপতি<br>**(খ)** উপসচিব (প্রশাসন-২), এ মন্ত্রণালয় সদস্য<br>**(গ)** উপসচিব (মৎস্য-৩), এ মন্ত্রণালয় -ঐ-<br>**(ঘ)** উপপরিচালক (উপসচিব), মপ্রাতদ সদস্য-সচিব<br><br>উপপরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভাকে জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশের কাযক্রম শেষ পযায়। প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশের পর তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার বার্ষিক কাযক্রম আগামী ০১ মাসের মধ্যে পুস্তকাকারে দ্রুত প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মপ্রাতদ/ উপসচিব (প্রশাসন-২) |
| ৪.১১ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।<br>বিগত ১৭.০১.২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১২৩. ১০.০০০.১২-০৪ এর মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির ৫৯৮ জন ক্যাডার কর্মকর্তা ও ২১৮ জন নন-ক্যাডার কর্মকর্তার ডাটাবেইজ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, জনবলের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ চলমান আছে।<br><br>**বিএলআরআইঃ** Personal Management Information System (PMIS) প্রস্তুত করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে।<br><br>**বিএফডিসিঃ** সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার জনবলের ডাটাবেইজ তৈরী করে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় গত ১৭/০১/২০১৬ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে।<br><br>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতপূর্বক তা (সফট ও হার্ড কপি) ২৮/০২/২০১৬ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | আগামী মাসিক সমন্বয় সভার পূর্বেই দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থার জনবলের ডাটাবেইজ তৈরী এবং প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ (সফট ও হার্ড কপি) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন শাখায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রাণিসম্পদ-১/ মৎস্য-৫)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাসত্মবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত। | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, গত ১৫/৫/২০১৪ তারিখে ২৪২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৯/১০/২০১৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।<br>গত ২৪/১২/২০১৫ তারিখে এ বিষয়ে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।<br>অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভাকে জানান যে, এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবের সাথে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তেমন অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই আলোচ্য বিষয়ে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে একটি আধা-সরকারি পত্র (DO) দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | এ বিষয়ে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে একটি আধা-সরকারি পত্র (DO) দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ১৫৩১টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ০৯/৮/২০১৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। | বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত সংশোধিত নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ | দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং মুরগির বাচ্চার মূল্য পুনঃ নির্ধারণের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত | DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-২) |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | | হয়। | |

| খামার | নভেম্বর/ ১৫ পর্যন্ত | ডিসেম্বর/ ১৫ মাসে | ডিসেম্বর/ ১৫ পর্যন্ত সর্বমোট |
|---|---|---|---|
| গাভীর খামার | ৫৭,৯৯৩ | ০৪ | ৫৭,৯৯৭ |
| ছাগলের খামার | ৩,৯০১ | - | ৩,৯০১ |
| ভেড়ার খামার | ৩,৬১১ | ০৩ | ৩,৬১৪ |
| মোট | ৬৫,৫০৫ | ০৭ | ৬৫,৫১২ |
| ব্রয়লার খামার | ৫৩,৮৩৪ | - | ৫৩,৮৩৪ |
| লেয়ার খামার | ১৮,৫৫৩ | ০২ | ১৮,৫৫৫ |
| হাঁস খামার | ৭,৬৮০ | - | ৭,৬৮০ |
| হ্যাচারী / প্যারেন্ট স্টক | ২২০ | ১৫ | ২৩৫ |
| মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,২৮৭ | ১৭ | ৮০,৩০৪ |
| সর্বমোট খামার | ১,৪৫,৭৯২ | ৪৮ | ১,৪৫,৮১৬ |

পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।

(ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ফিড মিল ডিসেম্বর/২০১৫ ইং পর্যন্ত ১০৬ টি রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে এবং ৪৩টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন) টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। | | |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল নিয়োগ। | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। | ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ DG, DLS |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সওব্য) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। | বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১) |

৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা/ অগ্রগতি | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ৭.১ | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে কর্মরত ১১+৪=১৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদের অনুমোদন। | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১১/৫/২০১৫ তারিখের চাহিদা মোতাবেক অর্থ বিভাগের বেতন স্কেল নির্ধারণের সম্মতি পত্র পাওয়া গেলে ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনানুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের গত ০১/৭/২০১৫, ১৭/৫/২০১৫ ও ২৭/৫/২০১৫ তারিখের পত্রের চাহিদামতে রেজিস্ট্রার কর্তৃক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অর্গানোগ্রামের কপি (প্রস্তাবিত পদগুলি ভিন্ন কালিতে প্রদর্শনসহ) এখনও প্রেরণ করেনি। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ১৫/১২/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রামটি অনুমোদিত হয়েছে কিনা- অনুমোদিত হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির কপিসহ প্রেরণ এবং অর্গানোগ্রামটি অনুমোদিত না হলে জপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ২৯/০১/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত জি,ও পত্রের নির্দেশ মোতাবেক সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের চেকলিস্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অর্গানোগ্রামের কপি (প্রস্তাবিত পদগুলি ভিন্ন কালিতে প্রদর্শনসহ) তথ্য ও প্রমাণক সংযুক্তসহ অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যাদি না পাওয়ায় এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯/০১/২০১৬ তারিখে তাগিদ পত্র-১ এ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ | বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (প্রাস-৩) |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা/ অগ্রগতি | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যাবধি প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। | | |

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ৮.১ | নিয়োগবিধি অনুমোদন। | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬/৫/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১১শ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে যে, "উপযুক্ত পযবেক্ষণের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের বিদ্যমান জনবল মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করতে পারে"।<br>মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। |

৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ৯.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি। | উপসচিব (মৎস্য-৫) সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে। | বিষয়টি Followup করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫) |

১০। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ১০.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে সংগৃহিত টিউশন ফি ও অন্যান্য কোর্স ফি এর ৩৫% সম্মানী ভাতা প্রদান বিষয়ে গত ১৫/৪/২০১৫ অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়। | অর্থ বিভাগের যাচিত তথ্য দ্রুত অর্থ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | নিকট হতে সংগৃহিত টিউশন ফি ও অন্যান্য কোর্স ফি এর ৩৫% সম্মানী ভাতা। | পরবর্তীতে অর্থ বিভাগ হতে কিছু তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সেসব তথ্য প্রেরণের জন্য গত ০১/১২/২০১৫ তারিখে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে পত্র দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে পাওয়া গেছে। যা বর্তমানে অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। | | |
| ১০.২ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য ০৭/০২/২০১৬ তারিখ একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি |
| ১০.৩ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ অনুমোদন | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ এর প্রস্তাব গত ২৪/১২/২০১৫ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়। উক্ত নিয়োগ বিধিমালাটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত কিছু কাগজপত্রাদি/তথ্যাদি সংশোধনপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ২৪/০১/২০১৬ তারিখ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে পত্র দেয়া হয়েছে। | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি |

১১। বিবিধ

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| ১১.১ | আই,টি বিষয় | এ মন্ত্রণালয় হতে যাতে সকল সংস্থার সাথে ভিডিও কনফারেন্স করা যেতে পারে সে বিষয়ে কাযক্রম গ্রহণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাযালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম অফিসে পত্র দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের ভিডিও কনফারেন্সিং করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।<br>মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা- কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।<br>ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডমিন এ ই-মেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি | এ মন্ত্রণালয় হতে সকল সংস্থার সাথে যাতে ভিডিও কনফারেন্স করা যায় সে বিষয়ে কাযক্রম গ্রহণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাযালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম দপ্তরে পত্র প্রেরণ এবং মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থা/ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কন্ফারেন্সিং ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-২) |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | সভাকে অবহিত করেন যে, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (BCC)-এর সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ই-মেইলে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ই-ফাইলিং, ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া গেলে তা বাস্তবায়ন করা হবে।<br><br>**বিএলআরআইঃ** মহাপরিচালক, বিএলআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, আগামী মে ২০১৬ মাসে ২০ জন কর্মচারীকে ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিএলআরআই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। Unicode ব্যবহারের উপর ১৭ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।<br><br>**বিএফআরআইঃ** মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, বিএফআরআই-এ ইতিমধ্যে ই-মেইল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-ফাইলিং ও ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। | | |
| ১১.২ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | মন্ত্রণালয়, আওতাধীন সংস্থা ও দপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়ত বিদেশে প্রশিক্ষণ/ শিক্ষাসফর/ কর্মশালা/ সেমিনার ইত্যাদিতে যোগদান করছেন। বিদেশ ভ্রমণ শেষে ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রতিটি সফর বিষয়ে ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে এবং সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় আবশ্যিকভাবে ডিব্রিফিং করার নির্দেশনা প্রদান করেন।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।<br>মৎস্য অধিদপ্তরে এ পর্যন্ত ২টি ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ডিব্রিফিং এ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হতে প্রত্যাবর্তনকারী ১৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি | প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ডিব্রিফিং করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | সভাকে জানান যে, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের ৮৮৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল শাখাকে জানানো হয়েছে, যা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। | | |
| ১১.৩ | ই-টেন্ডারিং | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থায় ই-টেন্ডারিং প্রবর্তনের উপর সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। মার্চ ২০১৬ হতে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির কাযক্রম শুরু করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ PE User Module (ই-টেন্ডারিং)-এ<br>এ মন্ত্রণালয়ের ০১ জন, মৎস্য অধিদপ্তরের ০২ জন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০২ জনসহ মোট ০৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ CPTU এর অধীনে ০২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ CPTU এর অধীনে ০২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।<br>**বিএলআরআইঃ** মহাপরিচালক, বিএলআরআই সভাকে জানান যে, ই-টেন্ডারের বিষয়টির উপর প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও প্রশিক্ষণ হয়নি।<br>**বিএফআরআইঃ** মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভাকে জানান যে, মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্রমান্বয়ে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং কাযক্রমের জন্য ইতিমধ্যে IMED এর CPTU-তে আবেদন করা হয়েছে। | অন্যান্য সংস্থায় দ্রুত প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।<br>সংস্থা পযায়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মার্চ ২০১৬ হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দরপত্রের কাযক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৪ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভাকে জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার | **(১)** অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কাযক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)/ উপসচিব (মৎস্য- |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক ও গাড়ী চালকদের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়েছে যা পযায়ক্রমে চলমান থাকবে।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সচিবালয় নির্দেশমালা/ চাকুরি বিধিমালা/ আর্থিক বিধিমালা/ আইটি/ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ তথ্য অধিকার আইন/ এপিএ/ সিটিজেন চার্টার/ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৩ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।<br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে প্রশিক্ষণের সময় বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ বরাদ্দের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৬/১০/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-৮৩০ সংখ্যক স্মারকে সকল প্রকল্প পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে। সেই সাথে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।<br>**বিএফআরআইঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত ইতিমধ্যে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটে এ পযন্ত ৫০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে ১০০ ঘন্টার বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাকীদের পযায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। | **(২)** মাঠ পযায় পযন্ত প্রযোজ্য সকল বিষয় (অডিট, হিসাব, আইটি ইত্যাদি) অন্তর্ভূক্ত করে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কাযক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | ১/ প্রশাসন-৩/ বাজেট)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৫ | সিটিজেন চার্টার | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, সিটিজেন চার্টার দেয়ালে স্থাপন করার বিষয়ে ২৪/১১/২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা করা হয়েছে। দ্রুত কাযকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** পরিবর্তিত ফরমেটে সিটিজেন চার্টার তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।<br>সিটিজেন চার্টার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি চলমান রয়েছে। | সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ, উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নীচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষের দেয়ালে সিটিজেন চার্টার টানিয়ে দেয়া আছে এবং তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। বিষয়টি সার্বিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ১০/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-২২৯৪ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।<br><br>**বিএফআরআইঃ** সিটিজেন চার্টার নতুন ফরমেট অনুযায়ী তৈরি করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।<br><br>**বিএফডিসিঃ** বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।<br><br>**বিএলআরআইঃ** সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। | | |
| ১১.৬ | উপজেলা পযায়ে অফিস ও প্রকল্প পরিদর্শন। | জেলা পযায়ের কর্মকর্তাগণ মাসে অন্তত ০১ বার আবশ্যিকভাবে উপজেলা পযায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।<br><br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয়েছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আবশ্যিকভাবে মাসে অন্তত ০১ বার উপজেলা পর্যায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০৩/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.৭০০.০৩.১১০(১).১৫/৫৭১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। | জেলা পযায়ের কর্মকর্তাগণ আবশ্যিকভাবে মাসে অন্তত ০১ বার উপজেলা পযায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ ও সুস্পষ্ট পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.৭ | রেকর্ড শ্রেণিভূক্তকরণ | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে জানান যে, এ মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/শাখার নথি/ রেকর্ডসমূহ ক, খ, গ ও ঘ শ্রেণিভূক্তির কাজ শেষ হয়েছে। তবে বিনষ্টযোগ্য নথিগুলোর তালিকা করা হচ্ছে। যা পরবর্তীতে নিয়মানুযায়ী বিনষ্ট করা হবে। | বিনষ্টযোগ্য নথিগুলোর তালিকা প্রস্তুত এবং বিধিবিধান যথাযথ অনুসরণপূর্বক আগামী ০১ মাসের মধ্যে বিনষ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল কর্মকর্তা |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের রেকর্ডসমূহ ক, খ, গ ও ঘ শ্রেণিতে শ্রেণিভূক্তকরণ করা হয়েছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** নথি/ রেকর্ডসমূহ ক, খ, গ ও ঘ শ্রেণীভূক্ত করে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে এবং অপ্রয়োজনীয় নথি বিনষ্ট করার কার্যক্রম প্রশাসন শাখাতে শুরু করা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সকল শাখাতে বাস্তবায়ন করা হবে। | | |
| ১১.৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | কর্মস্থলে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, চাকরি বিধি ও আর্থিক বিধি যথাযথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করার জন্য সচিব মহোদয় বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তা অবশ্যই প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।<br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৫ তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.০০১.৫৩. ৮৩৩.১৪-২৫৮৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।<br><br>**বিএলআরআইঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনত বৃদ্ধির প্রতিপালন করার কাযক্রম প্রক্রিয়াধীন।<br>**বিএফআরআইঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতনা করা ও সকল পযায়ে তা প্রতিপালন করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পযায়ে তা প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.৯ | নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিএফআরআই, বিএলআরআই এবং বিএফডিসি-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে সিসিটিভি স্থাপন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষ করে সাভার ডেইরী ফার্মে (গেটসহ) জরুরি ভিত্তিতে সিসিটিভি স্থাপনের জন্যও সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।<br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তরের | মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/ সম্ভবমত অন্যান্য দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | সম্মুখভাগসহ প্রতি তলায় সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। অত্র দপ্তরে ১২টি স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।<br>তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্থাপনার নিরাপত্তা জোরদারকরণার্থে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.০০৪.১৪-১৩৯৯ তারিখ: ১০/১১/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।<br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।<br>অধিদপ্তরের প্রধান ফটকে সার্বক্ষনিক গার্ড দায়িত্বে আছে, মূল ভবনের ফটকেও পালাক্রমে সার্বক্ষনিক গার্ড দায়িত্ব পালন করছেন।<br>এ ছাড়া অধিদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ২০টি CC Camera স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।<br>সেই সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার করণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।<br>**বিএলআরআইঃ** নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত সিসিটিভি স্থাপন এবং ল্যাবরেটরিতে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।<br>**বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।<br><br>**বিএফডিসিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। | | |
| ১১.১০ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ০২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপ-পরিচালক, প্রশাসনকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।<br>**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন অভিযোগ পাওয়া | দপ্তরের সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, কমিটি গঠন ও প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|---|
| | | যায়নি।<br>**বিএলআরআইঃ** অভিযোগ বাক্স তৈরী করা হয়েছে।<br>**বিএফআরআইঃ** দপ্তরে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং এতৎবিষয়ে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন। | | |
| ১১.১১ | জেলা/ উপজেলা দপ্তরে উন্মুক্ত দিবস ঘোষণা | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** জেলা/ উপজেলা মৎস্য দপ্তরে মাসে নির্দিষ্ট ০১ দিন উন্মুক্ত দিবস হিসেবে ঘোষণা এবং মৎস্য বিষয়ক বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৪.৭২০.৮৬.৯৮৬(৭) ; তারিখ ২৭/১০/২০১৫ এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।<br><br>**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৭/১০/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং- ৩৩.০১.০০০০.১১১.০০.০০০.১৫-২১৭৮ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। | জেলা/ উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরে মাসে নির্দিষ্ট ০১ দিন উন্মুক্ত দিবস ঘোষণা ও দপ্তরে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বক্ষনিক উপস্থিতি নিশ্চিত করণের মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১) |

১২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৯/০২/২০১৬
(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)
সচিব